গোড়ায় গলদ

এম এ জলিল
জাদুশিল্পী
সিডনী থেকে

আমি কিছুদিন পূর্বে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম ছয় সপ্তাহের ছুটি কাটাতে। আমার ছুটি কাটানো ঠিক ছুটি কাটানো নয়। এটা মা'য়ের অভিযোগ। যেহেতু আমি একজন যাদুশিল্পী সেহেতু আমি দেশে যাচ্ছি এ সংবাদটি যখন দেশের কিছু জাদু সংগঠনের সংগঠকরা জানতে পারেন, সংগঠকরা হয় আমাকে দিয়ে, না হয় আমাকে নিয়ে কিছু অনুষ্ঠান করে থাকেন। ফলে অন্তত ৫-৭ দিন চলে যায় এ ধরনের অনুষ্ঠানের পিছনে। তাই মা'র কথাটি অযৌক্তিক বলা যাবে না। এবার আসছি মূল ঘটনায়। ঢাকা জেলার অন্তর্গত থানা ও উপজেলা নবাবগঞ্জ এর আলগীচর গ্রামের বাসিন্দা আমি। কিছু জরুরী কাজের জন্য ঢাকায় কয়েকটা দিন কাটাতে হচ্ছিল। হঠাৎ একটি রাজনৈতিক দল হরতাল ঘোষণা দিলো। আমি হরতালে ঢাকায় ঘরে বন্দী না থেকে হরতালের আগের দিন গ্রামে যাবার সিদ্ধান্ত নেই। বাংলাদেশে গেলে অন্য যানবাহনের পাশা-পাশি বাসে-মিনিবাসে করে যাতায়াত করি সেবার মান স্বচক্ষে দেখার জন্য। যদিও রিক্সা হচ্ছে আমার প্রিয় যান। গ্রামে যাবার জন্য গুলিস্তান বাস স্ট্যান্ডে উপস্থিত হয়েছি। গুলিস্তান থেকে আমাদের এলাকার বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছাতে আনুমানিক ৮০/৯০ মিনিটি সময় লাগে। যাই হউক, বাস ইঞ্জিন চালু অবস্থায় যাত্রীর অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ। আমি বাসে উঠার আগে বাসের সামনের গ্লাসে ও বডির বিভিন্ন অংশে "সিটিং সার্ভিস" লেখা দেখে আনন্দ-চিত্তে বাসে উঠলাম। উঠে দেখি বাসের প্রায় অর্ধেকটাই ফাঁকা। আমার আনন্দের মাত্রা আরো বেড়ে গেলো। আমি আমার পছন্দমত সিটে বসলাম। আমার সিটটি যাত্রী উঠা-নামা করার দরজার সাথের ঠিক পরেরটি এবং জানালার পাশে। সিটে বসে কনট্রাকটারকে জিজ্ঞেস করলাম বাস কখন ছাড়বে? কনট্রাকটার বললো স্যার এক্ষণই। আমাদের সময় বান্ধা। আমি বেশ খুশী। ভাবছি বাংলাদেশের বাস সার্ভিসের বেশ উন্নতি হয়েছে।

বসে আছি, করার তেমন কিছুই নেই। বাসের ভিতর এদিক-সেদিক তাকিয়ে চোখে কিছু লেখা পড়লো। লেখাগুলি বাসের ভিতরে জানালার উপরে বাসের বডিতে লেখা। ড্রাইভারের ঠিক সামনের বড় গ্লাসের উপরে লেখা-

লা-ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ যোয়ালেমীন।

এছাড়াও লেখা রয়েছেঃ ৫০, ১০০ ও ৫০০ টাকার ভাংতি নাই।

০ ভিতরে থু থু ফেলিবেন না।

০ মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত

০ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।

০ পকেট সাবধান।

০ নিজ দায়িত্বে মাল রাখুন।

- ব্যবহারে বংশের পরিচয়।
- ধূমপান নিষেধ।
- সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশী।
- কোন অভিযোগ থাকলে চালককে বলুন।

চালকের ডান পাশে জানালার উপড়ে বাসের বডিতে লেখা

- চলন্ত অবস্থায় চালকের সাথে কথা বলা নিষেধ ।

এরই মধ্যে কানে আসছে হকারদের হাক-ডাক। পানি আছে, ঠাণ্ডা পানি, আছে ঠাণ্ডা পানির বোতল, ঝালমুড়ি, লাগবো ঝালমুড়ি? আমড়া আছে, এই ছোলা-বুট, পপকন লাগবো পপকন। এলো দাঁতের মাজন বিক্রেতা বিশাল লেকচার। লেকচার শুনে মনে হলো আধুনিক ডেন্টিষ্ট এর কাছে না গিয়ে ওনার দাঁতের মাজন নিয়ে ব্যবহার করলেই দাঁতের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এছাড়াও আসলো কিছু ভিক্ষুক ও খবরের কাগজ বিক্রেতা। এরপর এলো একটি ছোট ছেলে। ছেলেটির কণ্ঠে চমৎকার একটি গান শুনলাম। ছেলেটি গাইলো প্রয়াত বাউল সম্রাট শাহ্ আব্দুল করিমের “আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম” গানটি। গান গাওয়ার পর যাত্রীরা খুশী হয়ে যে যা দিলো তা নিয়ে ছেলেটি সালাম দিয়ে বিদায় নিলো। এরই মধ্যে লক্ষ্য করলাম বাসের সমস্ত সিট ভর্তি হয়ে গেছে এবং কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমি কনট্রাকটারকে জিজ্ঞাসা করলাম বাসে লেখা সিটিং সার্ভিস, যাত্রী দাঁড়া করিয়ে নিচ্ছো কেন? কনট্রাকটার বললো স্যার আপনি তো বইসাই আছেন। তাছাড়া যারা দাঁড়াইয়া যাইতাছে হ্যাগো তাড়া আছে। আমরাতো আর মানা করতে পারিনা। ট্রাফিক হুইসেল বাজাচ্ছে বাস ছাড়ার জন্য। বাস একটু সামনে যাচ্ছে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসছে ভাবটা এমন যে বাস এখনই তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে, তবুও বাস ছাড়ছে না। এক সময় চূড়ান্ত হুইসেল বাজলো, অর্থাৎ বাস ছাড়তে হবে। আমি কিছুটা স্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম কনট্রাকটার বাস থেকে নেমে মুষ্টিবদ্ধ হাতে ট্রাফিককে কিছু একটা দিলো। ট্রাফিক তা পকেটে রেখে, হেসে একটা নিদিষ্ট সময়ের জন্য রাস্তার একপাশে চলে গেলো। এরই মধ্যে বাসটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেলো। বাসটি এবার যাত্রা শুরু করলো। লক্ষ্য করলাম আমার পাশের লোকটি সিগারেট ধরালো! আমি ধুমপানে অভ্যস্ত না থাকায় তা আমার জন্য অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। আমি লোকটিকে বাসের গায়ে ”ধূমপান নিষেধ” লেখাটি দেখিয়ে তাকে ধূমপান না করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করলাম। কিন্তু সে ধূমপান থেকে বিরত হলোনা, হাসলো!

ট্রাফিক জ্যাম- বাস চলছে ধীর গতিতে। কিছুটা পথ যাবার পর দেখলাম রাস্তার পাশে কয়েকটি প্রাইভেট কার দাড়িয়ে আছে, গাড়ীগুলির গ্লাস ভাঙ্গা এবং তার একটু সামনে দেখি একটি বাসে আগুন জ্বলছে। রাস্তার পাশে একজন অগ্নিদগ্ধ যাত্রী যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তাকে বাঁচানোর জন্য সেবা দিয়ে চলেছে পথচারীরা। আমি আশে-পাশের সিটের যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম আগামীকাল সারা দেশে হরতাল তাই এই তাণ্ডব। আমি বললাম কালকে হরতাল, আজকে গাড়ী ভাঙ্গা, গাড়ীতে অগ্নি সংযোগ কেন? উত্তর এলো এভাবেই চলছে। মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেলো।

বিষণ্ন মনে এবার আমি বাসের ভিতরের আশে পাশে লক্ষ্য করে মেঝেতে সিগারেটের বাট, পানের পিক, থু থু এমন কি শুকনো বমিও দেখলাম! দেখলাম কনট্রাকটার যাত্রীদের ৫০, ১০০, ৫০০ টাকার ভাংতিও দিচ্ছে। মাঝ পথে এক বাস স্ট্যান্ডে বাস থামলে একজন বৃদ্ধ বাসে উঠার জন্য বাসের সিঁড়িতে পা দিতেই কনট্রাকটার ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বললো ওস্তাদ আস্তে, হাফ লেডিস উঠতাছে। বৃদ্ধতো

ক্ষেপে আগুন, এই আমি কি হাফ লেডিস? কনট্রাকটার হাসছে! আমি পুড়ছি ব্যথার অনলে। বাস আবার গন্তব্যে ছুটে চললো। অন্য এক বাস স্ট্যান্ডে বাস থামলো। বাস থেকে কিছু লোক নামলো এবং বাসষ্ট্যান্ড থেকে এবার ৩২/৩৫ বয়সের এক গ্রাম্য মহিলাকে বাসে উঠতে দেখলাম। দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে উঠতে তার কোনই অসুবিধা হচ্ছে না, তবু হঠাৎ কন্ট্রাকটার ঐ মহিলার ডানা (কনুইর উপরের অংশ) ধরে তাকে উপড়ে তুললো। মহিলা এর প্রতিবাদ করায় ড্রাইভার বললো রাগ করেন ক্যা, ওতো আপনারে উঠতে সাহায্য করলো। আমি লক্ষ্য করলাম মহিলার ডানায় তখনো কনট্রাকটারের হাতের আঙ্গুলের বিশেষ চাপের ছাপ বিদ্যমান। বাস আবার ছুটে চললো তার গন্তব্যে। আমার সামনের সিটের যাত্রী পান খাচ্ছিলো। যখন সে জানালা দিয়ে পানের পিক বাইরে ফেললো, বাতাসে তার বেশির ভাগই এসে পড়লো আমার জামার উপর। আমি প্রতিবাদ করায় লোকটি না শুনার ভান করে বসে রইলো! কিছুক্ষণ পরে আমার দৃষ্টি বাইরে গেলো দেখলাম আমাদের বাসের সামনে একটি ট্রাক যাচ্ছে। ট্রাকটির পিছনে বডিতে লেখা ১০০ হাত দুরে থাকুন। অথচ দেখলাম ঐ ট্রাকটিই চলছে তার সামনে চলমান একটি বাসের পিছনে বাম্পার ঘেঁষে ঘেঁষে! আমি আমার কিছু অভিযোগ গাড়ীর চালককে জানানোর প্রয়োজন বোধ করলাম। আমি উঠে দাড়িয়ে চালকের দিকে অগ্রসর হয়ে চালকের কাছাকাছি যেয়ে অবাক হয়ে দেখলাম চালক সিগারেট টানছে এবং আরো অবাক হলাম তার সিটের পাশে ছেড়া কাগজের ঠোঙ্গায় একটি পানীয়'র বোতল। আমার মনে হলো এটা বিশেষ পানীয়! এবার আমার দৃষ্টি পড়লো লেখাটির উপর "চলন্ত অবস্থায় চালকের সাথে কথা বলা নিষেধ"। আমি থেমে গেলাম। কারণ দীর্ঘ ১৭ বৎসর অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করে নিয়মের মধ্যে চলতে শিখেছি, আমি কিভাবে নিয়ম ভাঙ্গি। আমার মন চাইছে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে, কিছু অভিযোগ তুলে, তার কাছ থেকে কি জবাব আসে তা জানতে। হয়তো অন্তর্যামী আমার মনের কথাটা বুঝলেন, আর তাই পরের ষ্টেশনে থামার পর বাসের ইঞ্জিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ইঞ্জিন চেক করে ড্রাইভার বললো ইঞ্জিনে সমস্যা। ইঞ্জিন ঠিক অইতে ২০/২৫ মিনিট সময় লাগবো। ড্রাইভারের ঘোষণায় যাত্রীরা কিছু সময়ের জন্য বাসষ্ট্যান্ডে নামতে শুরু করলেন। হঠাৎ কয়েকজন যাত্রী ও আমি লক্ষ্য করলাম একটি লোক বাসের সিটে অর্ধ-শোয়া (না বসা না শোয়া) অবস্থায় কাত হয়ে গোঁঙরাচ্ছে। তাকে বাস যাত্রীরা ধরাধরি করে বাস থেকে নামিয়ে বাসষ্ট্যান্ডে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুললেন। সুস্থ হয়ে লোকটি চিৎকার করে উঠলো, আমার হ্যাণ্ডব্যাগ কই? আমার টাকা কই? আল্লারে আমার সব গেছে। লোকটির কাছ থেকে জানা গেল, তার হ্যান্ড ব্যাগের ভিতর জমি কেনার জন্য ভাল অংকের টাকা ছিল, জমি কেনার জন্যই সে যাচ্ছিল । তার পাসের সিটের লোকটির দেওয়া পান খেয়েই এ অবস্থা, পান খেয়ে সে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছে , তখন টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে লম্পট লোকটি চম্পট দিয়েছে এবং তার সুবিধা মত কোন এক বাসষ্ট্যান্ডে নেমে গেছে। লোকটির কান্নায় আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। বাস থেকে নেমে যাত্রীদের বেশীর ভাগই প্রকৃতির ডাকসহ কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সারতে লাগলেন। কেউ কেউ চায়ের দোকানে ধূমপানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ড্রাইভারকে একটি চায়ের দোকানের এক কোনে একটি চেয়ারে বসা দেখে আমি এগিয়ে গিয়ে তার মুখোমুখি অপর একটি চেয়ারে বসলাম। লক্ষ্য করলাম টেবিলের উপর সেই বিশেষ পানীয়'র বোতল (অবশ্য ছেড়া কাগজের ঠোঙ্গায় রয়েছে)। ড্রাইভারের সাথে হাত মিলিয়ে চায়ের অফার দিলে সে রাজি হলো। চা অর্ডার দিলাম। চা এলো। দুজনে চা খাচ্ছি। এবার আমি আমার মূল উদ্দেশ্যের দিকে এগুতে লাগলাম। ড্রাইভার সাব, আমি কি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি?

ড্রাইভার : জী।

আমি : বাসে যা লেখা রয়েছে তার সাথে তো আপনাদের সার্ভিসের অনেক কিছুরই মিল পেলাম না।

ড্রাইভার : যেমন ?

আমি : গাড়ীতে লেখা “সিটিং সার্ভিস” আপনারা দাঁড় করিয়ে লোক নিচ্ছেন কেন ?

ড্রাইভার : সিট পূর্ণ হওয়ার পরও যাত্রীরা উঠে ক্যান? যাত্রীরা না উঠলে আমাদের কি সাধ্য আছে তাদের জোর কইরা বাসে উঠাই?

নিয়মতো যাত্রীরাও ভাঙ্গছে।

আমি : বাসে লেখা ৫০, ১০০, ৫০০ টাকার ভাংতি নাই। আপনারাতো দেখলাম ভাঙ্গতি দিচ্ছেন।

ড্রাইভার : যাত্রীরা বাধ্য করতাছে। আমরা ভাংতি না দিলে যাত্রীরা ভাড়া না দিয়া চইলা যাইবো।

আমি : বাসের ভিতর পানের পিক, সিগারেটের বাট, শুকনো বমি?

ড্রাইভার : ঐ সবতো যাত্রীরাই করতাছে।

আমি : গাড়ী সময়মত ছাড়লেন না কেন?

ড্রাইভার : পোষায় না বলে।

আমি : গাড়ী ছাড়ার আগে কন্ট্রাকটার ট্রাফিককে মুষ্টিবদ্ধ হাতে কি দিলো?

ড্রাইভার: যা দিলে হুইসেল থামে তাই।

আমি : তাইটা কি?

ড্রাইভার : বুইঝা লন।

আমি : দেখলাম বাসে আপনিও সিগারেট টানছেন এবং কন্ট্রাকটার যাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করছে। কেন ?

ড্রাইভার : নিরুত্তর।

আমি : আপনার ঐ বোতলে কি?

ড্রাইভার : পানি।

আমি : কেমন পানি?

ড্রাইভার : পাগলা পানি, ভাই আপনি কি সাংবাদিক?

আমি: জী না।

ড্রাইভার: বিদ্যাশে থাকেন?

আমি: জী।

ড্রাইভার : কোন দ্যাশে?

আমি : অস্ট্রেলিয়ায়।

ড্রাইভার : ভাই, অস্ট্রেলিয়ার বাস সার্ভিস সম্বন্ধে কিছু কন না?

আমি: অস্ট্রেলিয়ার বাস-স্ট্যান্ডগুলিতে কোন বাস কখন আসবে তার একটি চার্ট থাকে। সময় মত বাস, বাস-স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছে। কদাচিৎ দুই চার মিনিট এদিক-সেদিক হয়। বাসে শুধু ড্রাইভার থাকে, কন্ট্রাকটার বা হেলপারের প্রয়োজন হয় না। বাস স্ট্যান্ডে আসার পর যাত্রীরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে বাসে উঠেন। প্রতিটি বাসে প্রি-পেইড টিকেট পাঞ্চ করার জন্য দুইটি মেশিন রয়েছে । যাদের প্রি-পেইড

টিকেট রয়েছে তারা মেশিনে টিকেট পাঞ্চ করেন । যারা প্রি-পেইড টিকেট ব্যবহার করেন না, তারা ড্রাইভারের কাছে ভাড়া দিয়ে রিসিট নিয়ে নেন। ড্রাইভার তার সিটে বসেই ভাড়া নিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে বাসে হঠাৎ মাঝপথ থেকে চেকার উঠে টিকেট চেক করে দেখেন। গন্তব্যে পৌছার জন্য যথোপযুক্ত টিকেট কাটা না থাকলে স্পটে ভাল অংকের টাকা ফাইন করে যাত্রীকে কাগজ ধরিয়ে দেন। অস্ট্রেলিয়ায় বেশীরভাগ পঙ্গু লোকেরাই অন্যের সাহায্য ছাড়াই ইলেকট্রিক হুইল চেয়ার দিয়ে চলা ফেরা করেন। বেশীর ভাগ বাসগুলি এমন ভাবে তৈরি হুইল চেয়ারসহ অল্প সময়ের মধ্যে পঙ্গু লোকটি বাসে উঠতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ড্রাইভার স্ব-আগ্রহে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বাসের ভিতরে হুইলচেয়ার সহ পঙ্গু লোকটি নিরাপদে বসে থাকতে পারেন। স্ট্রলারে করে ছোট বাচ্চাদের নিয়ে বাসে উঠা যাত্রীদের জন্যও একই ব্যবস্থা রয়েছে। বাসের সিটে বসার ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই। প্রতিটি বাসে কতজন যাত্রী যেতে পারবে তা নির্ধারিত আছে। যতজন যাত্রী নেওয়ার কথা তার একজন বেশী যাত্রীও ড্রাইভার নেন না। বাসের ভিতরে খুব বেশি লেখা নাই। কয়েকটি স্টিকার লাগানো, যেমন একাধিক উইন্ডো গ্লাসের উপরে স্টিকারে ইংরেজিতে লেখা আছে “ইন কেইস অফ ইমার্জেন্সি ব্রেক দ্যা গ্লাস”। যে গ্লাসটি ভাঙার নির্দেশ দেয়া রয়েছে, সেই গ্লাসটি ভাঙ্গার জন্য গ্লাসটির পাশে ছোট্ট একটি হাতুড়ীর মত যন্ত্রও রয়েছে। এছাড়া বাসের ভিতর থেকে ছাদেও দু’টি ইমার্জেন্সি এক্সিট রয়েছে। অপর একটি স্টিকারে ধূমপান, খাওয়া ও পানীয় পান করা থেকে বিরত থাকার জন্য নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাছাড়াও স্টিকারে রয়েছে “ডোন্ট লিভ ইয়োর ব্যাগেজ আন এ্যাটেনডেড”। বৃদ্ধ এবং শিশুরা বাসে উঠলে সামনের সিটগুলি ছেড়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ সম্বলিত স্টিকারও রয়েছে। প্রতিটি বাসে রয়েছে একাধিক সিসি ক্যামেরা। বেশীরভাগ বাসই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ড্রাইভারের সামনে বড় গ্লাসের উপরে বাসের বডিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ড্রাইভারের ছবি সম্বলিত লাইসেন্সটি রেখে ড্রাইভার গাড়ী চালানো শুরু করেন। বাসের সিট গুলোর পাশেই স্টপ বাটন রয়েছে। যাত্রীরা যে বাস স্ট্যান্ডে নামবে তার কাছাকাছি এসে “স্টপ বাটনে” চাপ দিলে ড্রাইভার স্টপ লেখাটি তার সামনের স্ক্রিনে দেখতে পান এবং একই সময়ে যাত্রীরাও অপর একটি স্ক্রিনে “বাস স্টপিং”, “স্টপিং” বা “নেক্সট স্টপ” দেখতে পান। ড্রাইভার ও যাত্রীরা কলিং বেল বাজার মত মৃদু শব্দও শুনতে পান। ড্রাইভার নির্দিষ্ট বাস-স্ট্যান্ডে বাস থামান। যেখানে সেখানে বাস থামান না।

ড্রাইভার : লোকজন বাসে ধূমপান করে না ?

আমি: জী না

ড্রাইভার : বাস কি নোংরা ?

আমি : জী না

ড্রাইভার : যেমন দেশ তেমন ব্যবস্থা, সবাই নিয়ম মাইনা চলে।

ভাই ,আপনেতো আমারে অনেক প্রশ্ন করলেন। ভুল ধরলেন। বললেন আমরা নিয়ম মানতেছিনা। আইন মানতেছিনা। কথা সত্য। তয় আপনারে এইবার আমি কি কিছু প্রশ্ন করতে পারি ?

আমি: জী।

ড্রাইভার: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলেরা নির্বাচনের আগে জনগণকে কত রকম স্বপ্ন দেহায়, ওয়াদা করে, পাশ কইরা ধর্মীয় কিতাব নিয়া শপথ করে। তারা কি তাগো ওয়াদা মত কাজ করে? নিয়ম নীতি মানে? যহন যে দল ক্ষমতায় থাকে তাগো বহু অসৎ নেতা-কর্মীরা টেন্ডার-বাজী, জমি দখল, আরো কতকি করে। দ্যাশটারে লুইটা-পুইটা খাইতে চায়। যারা ক্ষমতায় থাকে, তারা জনগণ না চাইলেও

ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। যারা বিরোধীদলে থাকে, তারা কারণে-অকারণে হরতাল ডাকে, অবরোধ করে, সরকার পতনের জন্য। জনগণ অইলো বলির পাঠা। সরকার আর বিরোধী দলের রেষারেষিতে কত সাধারণ লোক মরে, কত লোক জেল হাজতে যায়, কত যানবাহনের ক্ষতি অয়। জনগণের কষ্টের সীমা থাকে না। দ্যাশের বারটা বাজে।

আমি: সব দলেইতো আবার কত ভাল নেতা- কর্মী ও মন্ত্রী রয়েছে।

ড্রাইভার: ভাই, আপনেতো টিকটিকি না?

আমি : টিকটিকি মানে?

ড্রাইভার : গোয়েন্দা।

আমি : হেসে... জী না।

ড্রাইভার : ভাইরে, দ্যাশ প্রেমের বড় অভাব, অভাব দ্যাশ-প্রেমিক নেতার।

এরই মধ্যে বাস ঠিক হওয়ার খবর এলো। ড্রাইভার ও আমি বাসের দিকে পা বাড়ালাম।

ড্রাইভার: হাটতে হাটতে বললো, আসলে কি জানেন ?

আমি : কি?

ড্রাইভার: গোড়ায় গলদ।

রচনা ০১/০৬/১৩, সিডনী

E-mail : mohammad.jalil@yahoo.com